সমকাল

27 OCT 2016

দূরশিক্ষণে বাউবির অভূতপূর্ব সাফল্য

পঁচিশে পদার্পণ আজ

■ ইজাজ আহমেদ মিলন, *গাজীপুর*

যাত্রা শুরু সেই ১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবরে। দেশের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের, নানা শ্রেণিপেশার মানুষের উচ্চতর লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে কাজ শুরু করে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ফলে কর্মক্ষেত্রে থেকেও সহজে পড়াশোনা করে ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হন লাখ লাখ শিক্ষার্থী। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) নামের এ প্রতিষ্ঠানটি আজ শুক্রবার পা রাখছে ২৫ বছরে। দুই যুগ ধরে বাউবি দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে এসএসসি থেকে শুরু করে পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষা দিয়ে আসছে। অর্জন করেছে অভূতপূর্ব সফলতাও। আগামী ১৯ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এতে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হবে। গত বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সনদ দেওয়া হয়েছিল প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থীকে। গাজীপুরের বোর্ডবাজার এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ৩৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বাউবি এখন ৪৩টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের পাঁচ লাখ ৭০ হাজার ২০১ শিক্ষার্থীকে পাঠদান করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ৮০টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বাউবি শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন, পাঠসামগ্রী বিতরণসহ শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ড সমন্বয় ও তদারকি করে থাকে। দেশজুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে এটির এক হাজার ৪৭৫টি স্টাডি সেন্টার রয়েছে। স্টাডি সেন্টারগুলোতে মাসে দু'দিন টিউটোরিয়াল ক্লাস নিতে কাজ করছেন ২৬ হাজার শিক্ষক। বাউবি সূত্র জানায়, এখানে ছয়টি স্কুলের অধীনে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাস্টার্স অব এডুকেশন (এমএড), মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ), কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স অব

উপাচার্য এমএ মাননান

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

দূরশিক্ষণে বাউবির অভূতপূর্ব

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিমবা), কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিমপা) এবং চার বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান পর্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ইসলামী শিক্ষা, দর্শন, আইন ও বিএসসি (অনার্স) ইন কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। এ ছাড়া চার বছর মেয়াদি বিবিএ, তিন বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ), ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স (বিএসএস) ও ব্যাচেলর অব বিজনেস স্টাডিজ (বিবিএস) চালু রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্যও রয়েছে বিভিন্ন কোর্স। ডিপ্লোমা পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএম), যুব উন্নয়নে শিক্ষা নিতে ডিপ্লোমা ইন ইয়ুথ ইন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক (ডিওয়াইডিডব্লিউ), কম্পিউটার শিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন (ডিসিএসএ) প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। পেশাগত শিক্ষা গ্রহণের জন্য সার্টিফিকেট ইন লাইভস্টক অ্যান্ড পোলট্রি (সিএপি), সার্টিফিকেট ইন পিসিকালচার অ্যান্ড ফিশ প্রসেসিং (সিপিএফপি) এবং ভাষা শিক্ষার জন্য সার্টিফিকেট ইন অ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি (কালপ), সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি (সেলপ) ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিএড) প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। পেশাগত শিক্ষায় বিএসসি ইন নার্সিং (বিএসএম) প্রোগ্রামে ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এ ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রামে পড়ছেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে, পেশাদারিত্ব অর্জনে, যোগাযোগবঞ্চিত অধিবাসীদের এবং নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বাস্তবায়নে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এরই মধ্যে দেশে পরিচিতি লাভ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৫ ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্য তুলে ধরে বাউবির তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মো. আবুল কাসেম শিখদার বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাকে গণমুখী করা, যাতে সর্বসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায়, যাতে জনগণ দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হয়।'

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এমএ মাননান সমকালকে বলেন, 'বাউবিকে প্রতিনিয়ত আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা। মিডিয়া, ইন্টারনেট, টেলিভিশন ও রেডিও ব্রডকাস্টিং, মোবাইলে ও অডিও প্লেয়ারে মাইক্রো এসডি কার্ড, ই-লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, মাল্টিমিডিয়া, ই-বুক, ইউটিউব, বাউবি টিউব, টুইটার, ওয়েবটিভি, ওয়েব রেডিও, ডিভিডি ও ইন্টার অ্যাকটিভ ভার্চুয়াল ক্লাসরুম (আই ভিসিআর), এফএম রেডিও, ওপেন এডুকেশন রিসোর্স, অনলাইন ইএলটি প্রোগ্রাম, মোবাইল অ্যাপস, এলএমএস, ভিডিও স্ট্রিমিং ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে এর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১৩৭ শিক্ষক, ৫০৬ কর্মকর্তা ও ৬২৫ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ ৭০ হাজার ২০১ জন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সেনাদের শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে নিশ-১ ও নিশ-২ শিক্ষা প্রোগ্রামের অধীনে এইচএসসি প্রোগ্রাম চালু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীনে পরিচালিত এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষার পরিসর বাড়িয়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত হয়েছে ওপেন এডুকেশন রিসোর্স প্রোগ্রাম।

বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৫ ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্য তুলে ধরে বাউবির তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মো. আবুল কাসেম শিখদার বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাকে গণমুখী করা, যাতে সর্বসাধারণের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায়, যাতে সাধারণভাবে জনগণের শিক্ষার মান উন্নীত করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা যায়।'

বাউবির সপ্তম উপাচার্য ড. এমএ মাননান বলেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তির সহায়তায় সবার কাছে প্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীরা যেমন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তেমনি ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীরাও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।